



48988 - ঈদরে গোসলের সময়

প্রশ্ন

ঈদরে দিনেরে গোসল কখন করতে হয়? কনেনা আমি যদি ফজরের পরে গোসল করি তখন সময় একবোরেরে সংকীরণ থাকে।
কনেনা আমি যি ঈদগাহে নামায পড়ি সটো আমার বাসা থেকে দূরে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ঈদরে দিনি গোসল করা মুস্তাহাব।

বরণতি আছে যি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দিনি গোসল করছেন।

অনুরূপভাবে ঈদরে দিনি গোসল করা কিছু কিছু সাহাবী থেকেও বরণতি আছে; যমেন আলী বনি আবু তালবে (রাঃ), সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলেন:

সকল বরণনার সনদ দুর্বল ও বাতলি; কবেল ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত বরণনাটি ছাড়া..। এক্ষত্রে (অর্থাৎ মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার ক্ষত্রে) যি দললিরে উপর নরিভর করা হয়েছে সটেই হল ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত বরণনা এবং জুমার গোসলের উপর কয়িস।”[সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“এ ব্যাপারে দুটো দুর্বল হাদিস রয়েছে..। কনিতু সুননাই অনুসরণে তীব্র আগ্রহী ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যি, তিনি ঈদরে দিনি নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করতেন।”[সমাপ্ত]

দুই:



ঈদরে জন্ম গোসল করার সময়সীমা:

উত্তম হচ্ছে ফজররে নামাযের পর গোসল করা। যদি কটে ফজররে আগে গোসল করে নেয় তাহলে সটোও যথেষ্ট হবে— সময়ের সংকীর্ণতা ও কষ্টকর হওয়ার কারণে; যহেতু একদিকে ফজররে পর গোসল করা; আবার অন্যদিকে মানুষের ঈদরে নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন; কনেনা ঈদগাহ দূরে হতে পারে।

মুয়াত্তা মালকেরে ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আল-মুনতাকা’-তে বলছেন:

“ঈদরে গোসল ঈদগাহে গমনের ঠিক একটু আগে হওয়া মুস্তাহাব। ইবনে হাবীব বলেন: ঈদরে গোসলেরে সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে— ফজররে নামাযের পর। ইমাম মালকে ‘আল-মুখতাসার’ গ্রন্থে বলেন: যদি দুই ঈদরে জন্ম ফজররে আগে গোসল করে তাহলে বিষয়টি প্রশস্ত।”[সমাপ্ত]

তবে খলিল রচিত ‘মুখতাসার’ গ্রন্থে (২/১০২) এসেছে: “রাতের শেষে ষষ্ঠাংশ থেকে এর সময় শুরু হয়।”

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলেন:

“খরিক্বীর বক্তব্যেরে প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে গোসলেরে (ঈদরে গোসলেরে) সময় ফজর উদতি হওয়ার পর হতে। কাযী ও আমদে বলেন: যদি ফজররে আগে গোসল করে ফলে তাহলে গোসলেরে সুন্নত আদায় হল না। কনেনা এটা দিনেরে বলোর নামাযেরে গোসল। তাই জুমাবারেরে গোসলেরে মত ফজররে আগে হওয়া জায়যে নয়। ইবনে আকীল বলেন: ইমাম আহমাদ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি আছে যে, ঈদরে গোসলেরে সময় ফজররে আগে ও ফজররে পরে। কনেনা ঈদরে নামাযেরে ওয়াক্ত জুমার নামাযেরে ওয়াক্তেরে চয়ে সংকীর্ণ। তাই যদি ফজর হওয়ার অপেক্ষা করত হয় হতে পারে এতে করে গোসল করা ছুটে যাবে। এবং যহেতু এ গোসলেরে উদ্দেশ্য হচ্ছে পরচ্ছন্নতা। রাতে গোসল করলেও এ উদ্দেশ্য হাছলি হয়; যহেতু রাত নামাযেরে নকিটবর্তী। তবে উত্তম হচ্ছে— ফজররে পরে করা; যাত করে মতভদেরে উর্ধ্বে থাকা যায়। এবং নামাযেরে অতি নিকিবর্তী সময়েরে হওয়ায় অতিশয় পরচ্ছন্নতা অর্জতি হয়।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলেন:

এ গোসল শুদ্ধ হওয়ার সময়েরে ব্যাপারে দুটো মশহুর অভিমত রয়েছে। ১. ফজররে পর; এ মর্মে ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে স্পষ্ট উদ্ধৃতির রয়েছে। ২. তবে অধিক বিশুদ্ধ অভিমত হল: যা মাযহাবেরে সকল আলমেরে মতকৈষপূর্ণ; ফজররে আগে ও পরে জায়যে।

কাযী আবুত তাইয়যবে তার ‘আল-মুজাররাদ’ গ্রন্থে বলেন: বুআইত্বরি বর্ণনাত ফজররে আগে ঈদরে গোসল করা সঠিক হওয়ার পক্ষে শাফয়েরি পরস্কার উদ্ধৃতি আছে।



ইমাম নববী বলেন: “যদি আমরা বিশুদ্ধ অভ্যন্তরীণ অবলম্বন করে বলি যে, সটো ফজররে আগুে করা সহহি। তবুে এ সময়টুকুে সুনর্দিষ্ট করার ব্যাপারে তনিটি অভ্যন্তরীণ রয়েছে: ১. অধিক বিশুদ্ধ ও মশহুর অভ্যন্তরীণ হল: অর্ধরাতরে পর সঠিক; এর আগুে নয়। ২. গটো রাতহুে সঠিক হবুে। গাজলী এ অভ্যন্তরীণ উপর দৃঢ়তা ব্যক্ত করছেনুে এবং ইবনুস সাব্বাগ এটাকুে মনোনীত করছেনুে। ৩. ফজররে একটু আগুে সহেরুর সময় সঠিক হবুে। বাগাভী এ অভ্যন্তরীণ পক্ষুে দৃঢ়তা ব্যক্ত করছেনুে।[সংক্ষুেপে সমাপ্ত]

পূর্ববুেত আলুোচনার প্রক্ষেতিে ফজররে পূর্বুে গুেসল করতে কনুে অসুবধী নহুে; যাতুে করে একজন মুসলমি ঈদরে নামায়রে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হুয়ে যতে সক্ষম হুয়।

আল্লাহুই সর্ববুুে।